হল: (এক) অন্তর্ভুক্তিমূলক, (দুই) পরিহার ও নব তত্ত্ব নির্মাণ এবং (তিন) বিনির্মাণ ও পরিবর্তন। নারীবাদীদের এই বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। (এক) অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারীবাদীরা পশ্চিমী প্রথাগত সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক মতাদর্শের মধ্যে নারীবাদী ধারাটিকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। মেরী উলস্টোনক্র্যাফট প্রণীত *Indication of the Rights of Women* (1792) শীর্ষক গ্রন্থটির মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। (দুই) পরিহার ও নবতত্ত্ব নির্মাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সাম্প্রতিককালের নারীবাদের বিকাশ ও বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে সাবেকি পশ্চিমী রাষ্ট্রনীতিক মতাদর্শসমূহ প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় প্রথাগত রাষ্ট্রনীতিক ধ্যান-ধারণাসমূহকে পরিহার করতে হবে এবং নতুনভাবে রাষ্ট্রনীতিক বিষয়াদির অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন মতবাদ গড়ে তুলতে হবে। (তিন) বিনির্মাণ ও পরিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সাবেকি পিতৃতান্ত্রিকপ্রবণ তত্ত্বগত ধারার লিঙ্গমূলক চেহারাটিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার পক্ষপাতী। নারীবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রথাগত তত্ত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত পুরুষ-প্রাধান্যের ধারাকে পুরোপুরি পরিহার করা যাবে না। প্রথাগত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ধারার মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ও পরিহার এবং নতুন মতবাদ গড়ে তুলতে হবে।

৮.৫ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকারভেদ (Typology of Feminist Approach)

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ একটি একমাত্রিক ধারা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ও বহুমাত্রিক। পশ্চিমী প্রথাগত সামাজিক রাষ্ট্রনীতিক নারীর প্রান্তিক ও অবদমিত অবস্থানের নারীবাদ হল এক সোচ্চার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ। নারীবাদীদের মূল উদ্দেশ্য হল নারীজাতির কেন্দ্রীয় অবস্থান ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তত্ত্ব নির্মাণ করা। নারীবাদীরা নতুন আলোকে ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক জীবন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। সর্বসাধারণের বিষয়াদির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উপাদানসমূহকে রাষ্ট্রনীতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রসঙ্গে নারীবাদীরা সক্রিয়। নারীবাদে মানুষের সনাতন বিশ্ববীক্ষ্যাকে পরিবর্তনের কথা বলা হয়। রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত অবস্থান সম্পর্কিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল নারীবাদ। কিন্তু নির্দিষ্ট ধারায় বা পথে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা কখনই পরিচালিত হয়নি। নারীবাদ কোন সুসংহত মতাদর্শ নয়। নারীবাদের মধ্যে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী মতামত ও অবস্থান বর্তমান। মহিলাদের অসাম্য-বৈষম্য, অবদমিত অবস্থান, নিপীড়ন-নির্যাতন প্রভৃতির প্রকৃতি, কারণসমূহ ও সুরাহার ব্যাপারে ব্যাপক মতপার্থক্য বর্তমান। এই মতানৈক্যের কারণ হল নারীবাদকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ একটি মতবাদ হিসাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। কারণ নারীবাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন সূত্র বা ধারা পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ধারণাগত পার্থক্যসমূহকে উদারনীতিক, সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী, র‍্যাডিক্যাল প্রভৃতি নামে নারীবাদীদের চিহ্নিত করা হয়। এ ছাড়াও 'কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদ' (black feminism), উত্তর আধুনিক নারীবাদ প্রভৃতির কথা বলা হয়। নারীবাদীদের এই শ্রেণীবিভাজন মোটেই সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক নয়। এর থেকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের এক সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক এক রচনায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "This classification provides a useful way of approaching feminist ideas..., it is however, essential to remember that reality is much more complex than such lebels can suggest, and that in practice few writers or theories fit exactly into any one slot."

৮.৬ উদারনীতিক নারীবাদ (Liberal Feminism)

প্রাথমিক অবস্থায় নারীবাদ বিশেষত 'প্রথম পর্বের নারীবাদ' (first wave feminism) উদারনীতিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। 'দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদ' (second-wave feminism)-এর মধ্যেও উদারনীতিক উপাদানসমূহের অভাব নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে ইংরেজীতে 'নারীবাদী' (feminist) কথাটির প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক নারীবাদের উদ্ভব ঘটেছে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এই সময় প্রাথমিক পুঁজিবাদের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। পুঁজিবাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্বে আইনগত ও আর্থনীতিক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের কারণে মহিলাদের অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সময় পুরুষের স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদারনীতিক ধ্যান-ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে। মহিলাদের রাজনীতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদারনীতিক চিন্তাবিদ্‌রা সোচ্চার হন। ১৭৯২ সালে ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে মেরী উলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft)-এর *Vindication of the Rights of Women* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রণীত হয়। প্রথম এই গ্রন্থটির মাধ্যমে

প্রাথমিক উদারনীতিক নারীবাদের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে। এই সময় মহিলাদের ভোটাধিকারতো ছিলই, এমনকি শিক্ষার অধিকারও ছিল না। অনেক বৃত্তি থেকে মহিলারা বঞ্চিত ছিল। আইনগত অবস্থানের বিচারে শিশুদের সঙ্গে মহিলাদের তেমন বিশেষ ব্যবধান ছিল না। বিবাহিত মহিলাদের নিজস্ব কোন সম্পত্তির অধিকার ছিল না। স্ত্রীর উপার্জনের উপর স্বামীর পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত ছিল। নির্যাতিতা হলেও স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না।

উদারনীতিক নারীবাদের দার্শনিক ভিত্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণার মধ্যে নিহিত আছে। তদনুসারে সকল ব্যক্তি-মানুষ সমগুরুত্বসম্পন্ন। সকল ব্যক্তির নৈতিক মূল্য সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমমর্যাদা প্রাপ্য। উদারনীতিবাদীদের মতানুসারে রাজনীতিক জীবনে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার আছে। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের বৈষম্য বা বঞ্চনামূলক আচরণ প্রতিহত করা প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিচার-বিবেচনা করা দরকার। ব্যক্তি-মানুষের প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, গুণগত যোগ্যতা বিচার্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উদারনীতিক নারীবাদ প্রধানত সংস্কারমূলক প্রকৃতির। এই শ্রেণীর নারীবাদীরা জনজীবনের ক্ষেত্রসমূহে নারী-পুরুষের মধ্যে সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ-সুবিধাকে উন্মুক্ত করার পক্ষপাতী। অপরদিকে অনেক নারীবাদী সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে আক্রমণ করার কথা বলে থাকেন। উদারনীতিক নারীবাদীরা সাধারণত জীবনের সর্বসাধারণ ও ব্যক্তিগত (public-private) ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী নন। তাঁরা সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সর্বসাধারণের ক্ষেত্রসমূহে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাই হল এর মূল লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে শিক্ষার অধিকার, ভোটাধিকার, স্বাধীনভাবে বৃত্তি গ্রহণের অধিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ক্ষেত্রে বিশেষত, পশ্চিমী দেশগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের উদাহরণ অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রসমূহে, পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারের বিন্যাস, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তেমন নজর দেওয়া হয়নি।

প্রাথমিক উদারনীতিক নারীবাদের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে মেরী উলস্টোনক্রাপ্ট প্রণীত *Vindication of the Rights of Women* (১৭৯২) শীর্ষক গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থটি প্রথম ও প্রধান নারীবাদী গ্রন্থের মূল পাঠ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই মহিলা সমাজবিজ্ঞানী যুক্তিসহকারে বলেছেন যে, মানুষ হিসাবে পুরুষদের মত মহিলারাও সমান অধিকার ও বিশেষাধিকারসমূহ পাওয়ার হক্‌দার। মহিলাদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া দরকার এবং নিজেদের অধিকারের জোরেই মহিলাদের যুক্তিবাদী জীব হিসাবে স্বীকার করা আবশ্যক। তাহলেই রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র লিঙ্গগত পার্থক্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। মহিলাদের হীনতর অবস্থান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বাতিল করে দিয়েছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী পুরুষদের মত মহিলারাও হল যুক্তিবাদী ব্যক্তি। সুতরাং মহিলাদের সমানাধিকার থাকা উচিত। শিক্ষা, চাকরি, সম্পত্তি, ভোট প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের সমানাধিকারের ব্যাপারে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক এক রচনায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "Half a century later, these principles found concrete expression at the first ever Women's Rights Convention hold at seneca Falls in America in 1848, and the latter part of the nineteenth century saw the growth of equal rights feminism throughout the industrializing world." অ্যান্ড্রু হেউড তাঁর *Political Ideologies* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Wollstonecraft's feminism drew upon an Enlightenment liberal belief in reason and a radical humanist commitment to equality. She stressed the equal rights of women, specially in education, on the basis of the notion of 'personhood'."

ইংল্যাণ্ডে বিশিষ্ট উদারনীতিক রাষ্ট্রদার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় নারী ভোটাধিকারের প্রশ্নটি পেশ করেন। সহযোগী লেখক হ্যারিয়েট টেলর (Harriet Taylor)-এর সঙ্গে লিখিত জে. এস. মিলের *On the Subjection of Women* শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। এই গ্রন্থটিতে মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। তা ছাড়া সমাজের স্বার্থে পুরুষদের মত মহিলাদেরও সম্পূর্ণ আইনগত ও রাজনীতিক সাম্য প্রদানের কথা বলা হয়। মিলের মতানুসারে যুক্তির ভিত্তিতে সমাজ সংগঠিত হওয়া দরকার। নারী-পুরুষের বিষয়টি হল জন্মগত বিষয়। সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক। পুরুষদের মত মহিলাদেরও সকল অধিকার ও স্বাধীনতায় সমানাধিকার বর্তমান। বিশেষতঃ ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে বিষয়টি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ।

আধুনিক উদারনীতিক নারীবাদ

আধুনিক উদারনীতিক নারীবাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে মহিলারা যুক্তিবাদী। এই সুবাদে মহিলারা সম্পূর্ণ মানবাধিকার পাওয়ার অধিকারী। জনজীবনে নিজেদের ভূমিকা নির্ধারণের সুযোগ ও স্বাধীনতা মহিলাদের থাকা উচিত। রাজনীতি ও সবেতন চাকরিতে পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বাধীনতা অনেকাংশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সর্বাংশে উপলব্ধ হয়নি। মহিলাদের অভিপ্রেত স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশ ও আনুষঙ্গিক অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিপূরণের ক্ষেত্রে মার্কিন সমাজের অসাফল্যের কারণে উদারনীতিক প্রতিবাদ হিসাবে আমেরিকায় দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীবাদ (second wave feminism)-এর সূত্রপাত ঘটে। এই সময় দাবি করা হয় যে, ঘর-গৃহস্থালীর দায়-দায়িত্বের বন্দী জীবন থেকে মহিলাদের মুক্তি দিতে হবে। এ বিষয়ে বিদ্যমান ব্যবহার বিধি-বিধানসমূহ নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আধুনিক উদারনীতিক নারীবাদে বিদ্যমান সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থাকে একবারে উল্টে দেওয়ার কথা বলা হয়নি। নারীবাদের এই ধারায় সাবেকি নীতিবোধ ও পারিবারিক মূল্যবোধসমূহকে আক্রমণ করা হয়নি।

আধুনিক উদারনীতিক নারীবাদের সম্যক অভিব্যক্তি ঘটেছে বেট্টি ফ্রায়েডান প্রণীত *The Feminine Mystique* শীর্ষক গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মহিলা সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী বিশেষ কিছু বিশ্বাস সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে প্রথিত হয়েছে। তদনুসারে মহিলারা মনে করেন যে, ঘরের বা পরিবারের মধ্যেই তাদের পরিপূর্ণতা বর্তমান। নারীজীবনের উদ্দেশ্য হল স্বামী-সন্তান লাভ ও তাদের পরিচর্যা করা। মার্কিন নারীবাদী ফ্রায়েডান একেই বলেছেন নারীসুলভ গূঢ়শক্তি বা গুণ (feminine mystique)। এই বোধ ছিল সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত সফল। এই মহিলা সমাজবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে, অসংখ্য মার্কিন গৃহবধূর অভিজ্ঞতায় নৈরাশ্য ও হতাশা বর্তমান। তাদের এই হতাশার অবস্থা বলে বোঝান যাবে না। এই সমস্ত অসুখী মার্কিন মহিলারা মনে করেন যে, এর জন্য যে ত্রুটি-বিচ্যুতি তা তার নিজেরই, তার পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের নয়। এই সমস্যাকে ফ্রায়েডান বলেছেন: 'problem that has name.' এই কথার মাধ্যমে ফ্রায়েডান বোঝাতে চেয়েছেন যে, বহু মহিলাকে গভীর হতাশা ও নৈরাশ্যমূলক অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়। কারণ তাদের গৃহকর্মের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়। রাজনীতিক জীবনে বা জনজীবনে লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের সুযোগ-স্বাধীনতা মহিলারা পান না। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক এক রচনায় এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: ''Friedman was sounding a clarion catl to women, for she believed that the gains won by earlier feminists meant that the door to freedom had been opened, and that women could now walk through it and join men in pursuing careers in the public sphere."

ফ্রায়েডান অনুধাবন করেন যে, মহিলাদের বিরুদ্ধে কিছু বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত আছে। এসবের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে অন্যান্যদের সহযোগিতায় শ্রীমতী ফ্রায়েডান 'মহিলাদের জন্য জাতীয় সংগঠন' (NOW—National Organi-zation for Women) গঠন করেন। একটি জাতীয় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে সংগঠনটিকে গড়ে তোলা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লিঙ্গগত সাবেকি মতাদর্শ ও অসাম্য-বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংগঠিত করা। পরবর্তীকালে মহিলাদের স্বার্থে শ্রীমতী ফ্রায়েডান আরও কতকগুলি কর্মসূচীর উপর জোর দেন। এগুলি হল সন্তান প্রতিপালনের জন্য অধিকতর সরকারী প্রযত্ন; ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্মে ও সন্তান প্রতিপালনে পুরুষদের অধিকতর অংশগ্রহণ, সবেতন চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাস, যাতে নারী-পুরুষ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গৃহকর্ম সম্পাদনে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে, নারীজাতি সুদীর্ঘকাল ধরে অসাম্য-বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তারজন্য ক্ষতিপূরণ করা দরকার। ক্ষতিপূরণের জন্য চাকরি-বাকরি ও রাজনীতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীজাতির পক্ষে, পুরুষদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যাইহোক মহিলাদের জন্য জাতীয় সংগঠন (NOW) কালক্রমে শক্তিশালী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং বিশ্বের বৃহত্তম মহিলা সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস ও সুশন মোলার ওকিন উদারনীতিক রাজনীতিক মতবাদের মাধ্যমে নারীবাদী ধ্যান-ধারণা বিকশিত হয়েছে। শ্রীমতী রিচার্ডস-এর *The Sceptical Feminist* শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। এই সমাজবিজ্ঞানী জন রলসের আধুনিক উদারনীতিক ধ্যান-ধারণা স্বীকার ও সমর্থন করেছেন। এবং এ পথে তিনি এক ন্যায়ের তত্ত্ব খাড়া করেছেন। তদনুসারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নিজেদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারবে। এমন কথাও তিনি

বলেছেন যে, ন্যায়ের এই তত্ত্ব অনুযায়ী সাময়িককালের জন্য বিপরীত বৈষম্যমূলক আচরণ (reverse discrimination)-এর প্রয়োজন হতে পারে।

Gender, Justice and the Family শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এই গ্রন্থটিতে রিচার্ডস ও ওকিন সন্তান প্রযত্নের ক্ষেত্রে সরকারী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা, চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর নমনীয় প্রক্রিয়া এবং গৃহকর্মের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণের কথা বলেন। এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী কেবলমাত্র ন্যায় ও যুক্তির কারণে লিঙ্গগত সাম্য আবশ্যক তা নয়; পুরুষ জাতি এবং সমগ্র সমাজের স্বার্থেও তা দরকার। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক রচনায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "...from this perspective, there is no reason why their proposals should be opposed, and neither explores the possibility that women's progress might be blocked by powerful conflicting interests."

১৯৯৩ সালে নাওমি উলফ্ (Naomi Wolf) নামে এক মহিলা সামাজবিজ্ঞানী প্রণীত *Fire with Fire* শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী উলফ নতুন প্রজন্মের জন্য উদারনীতিক নারীবাদী বক্তব্যকে পুনরায় তুলে ধরেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী মহিলারা নিজেদের দুর্বল ও নির্যাতিতা হিসাবে দেখবে না। তারা ক্ষমতাযুক্ত নারীবাদ (power feminism)-এর অনুগামী হবে। নিজেদের জীবনধারা নির্ধারণের ব্যাপারে মহিলারা স্বাধিকার প্রয়োগ করবে! সাফল্যের ব্যাপারে ভয়কে মহিলাদের জয় করতে হবে।

উদারনীতিক নারীবাদের সমালোচনা (Criticism of Liberal Feminism)

উদারনীতিক নারীবাদ তীব্র বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। নারীবাদ বিরোধী চিন্তাবিদ্‌রা নারী-পুরুষ ভেদাভেদের ক্ষেত্রে সাবেকি ব্যবস্থা বা স্থিতাবস্থা সংরক্ষণের পক্ষপাতী। স্বভাবতই তাঁরা নারীবাদী ধ্যান-ধারণাকে আক্রমণ করেছেন। অনান্য নারীবাদী চিন্তাবিদ্‌রাও উদারনীতিক নারীবাদের বিরোধিতা করেছেন। অন্যান্য নারীবাদীদের অভিযোগ হল যে, উদারনীতিক নারীবাদীরা মহিলাদের সম্যক স্বার্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। স্বভাবতই নারী স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে তাঁরা কার্যকর পথ নির্দেশ করতে পারেননি। উদারনীতিক নারীবাদের বিরুদ্ধে সমালোচকরা বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেন। তারমধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক, তত্ত্বগত বিচারে উদারনীতিবাদের ধারণাসমূহ এবং নারীবাদী রাজনীতির চাহিদাসমূহের মধ্যে মৌলিক অসামঞ্জস্য বর্তমান। উদারনীতিবাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাসমূহের সঙ্গে লিঙ্গগত স্বার্থসমূহের উপর ভিত্তিশীল নারীবাদী রাজনীতির সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নয়। উদারনীতিবাদে বিশ্বাস করা হয় যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে যার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম। অপরদিকে নারীবাদে নারীজাতির অসুবিধাসমূহকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় এবং মহিলাদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত সক্রিয়তার কথা বলা হয়। স্বভাবতই উদারনীতিবাদের সঙ্গে নারীবাদের সংঘাত অনিবার্য।

দুই, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা লিঙ্গগত রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সীমাবদ্ধতা-সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাগত পটভূমি পিতৃতন্ত্রের কাঠামোগত প্রকৃতির দিক থেকে অপরদিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। অথচ এই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে মহিলাদের অবদমিত করে রাখা হয় ব্যক্তি হিসাবে নয়। তাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয় লিঙ্গগত বিচারে। লিঙ্গগত কারণেই মহিলাদের উপর সুবিন্যস্তভাবে নির্যাতন কায়েম করা হয়।

(খ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্তিসত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য মহিলাদের মধ্যে লিঙ্গগত ঐক্য ও ভগিনীত্ব বোধের ভিত্তিতে সমষ্টিগত চেতনা ও সক্রিয়তার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

(গ) উদারনীতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লিঙ্গগত ও অন্যান্য সামাজিক সত্তামূলক পরিচিতিকে অতিক্রম করে যেতে পারে। ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা ও সাফল্যের নিরীখে মানুষের মূল্যায়ন করতে পারে। তার ফলে লিঙ্গগত সম্পর্কের অ-রাজনীতিকীকরণ (depoliticize) হতে পারে। কারণ এই প্রক্রিয়ায় লিঙ্গগত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনকি পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাসমূহ কৌশলে মহিলাদের উপর আরোপিত হতে পারে। ব্যক্তিকে লিঙ্গহীনভাবে বিচার করলে সুপ্তভাবে পুরুষ প্রকৃতি আরোপিত হয়। এইভাবে সকল মানুষকে সমানভাবে বিচার-বিবেচনা করার অর্থ নারীকে পুরুষ হিসাবে বিবেচনা করা।

তিন, সমালোচকদের অভিযোগ অনুযায়ী স্বীয় শর্তাদির পরিপ্রেক্ষিতেও উদারনীতিক নারীবাদের অসাফল্য অনস্বীকার্য। কতিপয় মহিলার লাভালাভ নিয়ে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। এ কথা ঠিক। কিন্তু এখনও কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যথার্থ সাম্য অধরা থেকে গেছে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি

পুরুষের আধিপত্য অব্যাহত। এখনও পুরুষদের থেকে মহিলাদের উপার্জন ক্ষমতা কম। এমন কি আইনগত ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চার, সমালোচকদের মতানুসারে ক্ষমতা ও রাজনীতির উদারনীতিক পটভূমিতে পুরুষদের ধারণাই স্বীকৃত। তারফলে নারী নির্যাতনের মূল কারণ অপ্রকাশিত থেকে যায়। তাছাড়া এ ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনায় রাজনীতির সর্বসাধারণ ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিম বিভাজন স্বীকার করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনের আপাত বিচারে কতকগুলি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে সম্যকভাবে অনুধাবন করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে পরিবারের কথা বলা যায়। পরিবারের মধ্যে লিঙ্গগত রাজনীতি সংঘটিত হতে পারে। আবার গৃহের মধ্যে নারীর উপর হিংস্র আচরণ বা ধর্ষণের ঘটনা নিছক দুর্ভাগ্যজনক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না। কারণ এ সবের সঙ্গে সমাজের ক্ষমতা-কাঠামো সম্পর্কিত। তাছাড়া ঘর-গৃহস্থলীর কাজকর্মে মহিলাদের ভূমিকার গুরুত্ব ও মূল্যের সম্যক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ব্যর্থতা অনস্বীকার্য। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক এক রচনায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "...domestic and caring work does not disappear when women enter paid employment, nor is it shared equally with men; until this problem is confronted, the liberal promise of enancipations may represent an increase in women's burdens, and women will be unable to compete equally with men in paid work or politics."

পাঁচ ঃ সমালোচকদের অনেকের অভিমত অনুযায়ী নারীবাদের উদ্দেশ্যই বাস্তবে অকার্যকর প্রতিপন্ন হয়। কর্মজীবনে উন্নতিলাভে আগ্রহশীল মধ্যবিত্তশ্রেণীর মহিলাদের ক্ষেত্রে নারীবাদের লক্ষ্য অর্থবহ প্রতিপন্ন হতে পারে। বাস্তবে প্রতিযোগিতামূলক ক্রমস্তরবিন্যস্ত ঊর্ধ্বাধঃ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সমালোচকরা সন্দিহান। এ ধরনের সমাজে অধিকাংশ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে জাতি ও শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত হবে। উদারনীতিক নারীবাদের মূল দাবী হল মহিলাদের জন্য সমানাধিকার। এই বিষয়টি সহায়ক সামাজিক পটভূমি সম্পন্ন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে অনুকূল অবস্থায় অবস্থিত মহিলাদেরই আকর্ষণ করে। কারণ এই শ্রেণীর মহিলারাই কর্মজীবনের সুযোগ-সুবিধা এবং উচ্চতর শিক্ষার যাবতীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে। অ্যান্ড্রু হেউড (Andrew Heywood) তাঁর *Political Ideologies* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন— "Liberal feminism may therefore reflect the interests of white middle-class women in developed societies, but fail to address the problems of working-class women, black women and women in the developing world."

ছয়, সমালোচকদের মতানুসারে নারীসুলভ মূল্যবোধসমূহকে পরিত্যাগ করার পরিবর্তে পরিপুষ্ট করতে হবে। উদারনীতিক নারীবাদের বক্তব্যসমূহ পুরুষজাতির রীতিনীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয়েছে। নারীজাতির প্রথাগত বৈশিষ্ট্যসমূহকে এবং মহিলাদের ক্রিয়াকর্মের মূল্য ও গুরুত্বকে উদারনীতিক নারীবাদে উপেক্ষা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য যদি হয় পুরুষের মত হওয়া, তা হলে সন্তানের জন্ম দেওয়ার সামর্থ্য মহিলাদের সীমাবদ্ধতাকেই সূচিত করবে। মহিলাদের ঘর-গৃহস্থলীর কাজকর্ম ও পরিসেবামূলক কাজকর্ম নিম্নতর প্রকৃতির ও গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে ভ্যালেরী ব্রাইসন মন্তব্য করেছেন: "...we must recognize the interdependence that is the essential basis of human society — so that male ideas of autonomy, competition and rationality must be supplemented or replaced by nurturing, co-operation and empathy."

সাত, উদারনীতিক নারীবাদীরা অতি সহজ-সরলভাবে বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র হল একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান; নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সদর্থক ও সহায়ক ভূমিকায় পাওয়া যাবে। সমালোচকদের অভিযোগ অনুযায়ী উদারনীতিক নারীবাদীদের এই ধারণা ভ্রান্ত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রকৃতি এবং নারী-পুরুষের স্বার্থসমূহ সম্পর্কে উদারনীতিক নারীবাদীরা নিজেরাই বিভ্রান্ত। এই শ্রেণীর নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, ন্যায়সঙ্গত সমাজব্যবস্থা সকলের স্বার্থের পরিপোষক। ন্যায়ভিত্তিক সমাজে মহিলাদের মত পুরুষেরাও নারীবাদী হতে পারে। কিন্তু সমালোচকদের মতানুসারে নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে পুরুষজাতির এক ধরনের কায়েমী স্বার্থ আছে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধারা বা প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে পুরুষের প্রভাবাধীন।

আট, সমালোচকদের মধ্যে অনেকের অভিমত হল যে, রাষ্ট্র পুঁজিবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। নারী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের সঙ্গে পুরুষ জাতির স্বার্থের বিরোধ বাধলে, নারীজাতির স্বার্থ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে। ব্রাইসন বলেছেন: "...confusion over the

nature of the state is increased by liberal feminist demands for state action... for this is contrary to liberal principles of limited government and non-intervention."

উপসংহার ∫∫ উদারনীতিক নারীবাদের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মতবাদের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাও অস্বীকার করা যাবে না। ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কিত উদারনীতিক ধ্যান-ধারণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। নারীজাতির স্বার্থের ক্ষেত্রে এই সমস্ত ধারণার প্রয়োগ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রয়োগ প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদারনীতিক এই সমস্ত আদর্শের পুনর্মূল্যায়ন ও উন্নতি সাধন সম্ভব।

৮.৭ সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী নারীবাদ (Socialist and Marxist Feminism)

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কসমূহ কেবল প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী সমাজের অংশ হিসাবেই অনুধাবন করা যাবে। এ ধরনের সমাজব্যবস্থাই নারীজাতির অধীনতামূলক অবস্থানের সৃষ্টি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট মহিলাদের এই অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। এরই ভিত্তিতে অনেকে নারী-পুরুষের মধ্যে আইনগত ও আর্থনীতিক অসাম্য- বৈষম্যের বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা এবং শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। এইভাবে এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌রা আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিষয়াদির সঙ্গে নারী-পুরুষের ভেদাভেদের সংযোগ-সম্পর্কের ভিত্তিতে এক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্যসমূহ অপরিহার্যভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। প্রথম দিকের এই সমস্ত সমাজতান্ত্রীরা এও বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কার সাধন, যুক্তি-পরামর্শ ও উদাহরণের মাধ্যমে উন্নততর সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীরা হিংসাশ্রয়ী বিপ্লবের পথ বিশ্বাস করতেন না।

পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস [Karl Marx (1818-83)] বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাসমূহ বিকশিত করেন। কিন্তু নারীবাদ বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও মার্কসের মতবাদ মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের এক সামগ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়। পরবর্তীকালের চিন্তাবিদ্‌রা মার্কসবাদকে নারীবাদী বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তদনুসারে দেখান হয় যে, অন্যান্য সামাজিক সংগঠনসমূহের মত পরিবার এবং লিঙ্গগত সম্পর্কসমূহের সৃষ্টি হয়েছে আর্থনীতিক বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে। স্বভাবতই সহজে এ সবের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম ও বৈপ্লবিক পথে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সবের পরিবর্তন সাধন সম্ভব।

উপরিউক্ত ধারণাকে বিকশিত করেছেন ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস [Frederick Engels (1820-95)]। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের *The Origin of the Family, Private Property and the State* শীর্ষক গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৪ সালে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, নারীর উপর নির্যাতন সব সময় ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির উপর অন্যায়-অত্যাচারের সূত্রপাত ঘটেছে। কারণ এই সময় সম্পত্তির অধিকার নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে হস্তান্তরিত করার ধারাকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করার জন্য পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এঙ্গেলসের অভিমত অনুযায়ী পুঁজিবাদের অবসান ঘটলে পুরুষদের মধ্যে এই প্রবণতা আর থাকবে না। কারণ তখন মহিলারা আর আর্থনীতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকবে না। গৃহকর্ম ও সন্তান প্রতিপালন প্রক্রিয়ার সামাজিকীকরণ ঘটবে। তারফলে ঘর-গৃহস্থলীর কাজকর্মের বন্ধন থেকে মহিলারা মুক্তি পাবে।

প্রথম দিকের নারীবাদীদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উপর আস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। উদারনীতিক নারীবাদীদের মত সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন না যে, মহিলাদের কেবলমাত্র রাজনীতিক ও আইনগত অসুবিধাসমূহের সম্মুখীন হতে হয় এবং মহিলাদের আইনমূলক অধিকারসমূহ ও সমান সুযোগ-সুবিধাসমূহের স্বীকৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির সুরাহা সম্ভব। বিপরীতক্রমে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মনে করেন যে, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই নরনারীর মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি নিহিত আছে। মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লব ব্যতিরেকে নারীজাতির সম্যক মুক্তি সাধন সম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদেও আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা সামাজিক ও আর্থনীতিক উপাদানসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি পর্যালোচনার পক্ষপাতী। এঙ্গেলসের *The Origin of the Family, Private Property and the State* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এঙ্গেলসের অভিমত অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও

পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীজাতির অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাক্‌পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিবার জীবন ছিল সাম্যবাদী। এই সময় পরিবার ব্যবস্থা ছিল 'মাতৃ অধিকার' ভিত্তিক; সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হত মাতৃসূত্রে। পুঁজিবাদ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের উপর ভিত্তি করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, মাতৃ-অধিকার (mother right) বাতিল হয়ে যায় এবং বিশ্বব্যাপী নারীজাতির ঐতিহাসিক পরাজয় পাকা হয়ে যায়।

পরবর্তীকালের অনেক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মত এঙ্গেলসও বিশ্বাস করতেন যে, পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমেই নারীজাতির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। পুরুষমানুষ এটা সুনিশ্চিত করতে চায় যে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেবলমাত্র তার পুত্রদের অধিকারেই যাবে। এই কারণে বুর্জোয়া পরিবার হল পিতৃতান্ত্রিক ও পীড়নমূলক। একগামী বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরুষমানুষ পিতৃতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখে। গৃহবধূদের উপর একগামিতাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থার অবসান ঘটবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এর পিতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং একগামিতারও অবসান ঘটবে। কিন্তু অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ফুরিয়ার (Fourier) ও ওয়েন (Owen) প্রমুখ প্রথম দিকের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মত তাঁরা মনে করেন যে, সাবেকি পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পরিবর্তে সঙ্ঘমূলক বসবাস ও স্বাধীন ভালবাসার ব্যবস্থা কায়েম হবে।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মধ্যে অধিকাংশই এই অভিমত পোষণ করেন যে, মাতৃত্বের দায়-দায়িত্ব পালন ও গৃহকর্মের মধ্যে মহিলাদের আবদ্ধ থাকার ব্যবস্থা পুঁজিবাদের আর্থনীতিক স্বার্থ সাধনে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণে মহিলাদের সহায়ক ভূমিকার বিভিন্ন দিক বর্তমান। মহিলারা সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন করে। এইভাবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শ্রমশক্তি সৃষ্টি ও ভবিষ্যতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিরাপদ করার ক্ষেত্রে নারীজাতির ইতিবাচক ভূমিকা অনস্বীকার্য। লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে পুরুষেরা কলকারখানায় ও অফিস-আদালতে সবেতন কাজ করে এবং মহিলারা অবৈতনিক গৃহকর্ম সম্পাদন করে ও আর্থনীতিক দক্ষতাকে বিকশিত করে। অর্থনীতির স্বার্থ ও সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের ঘর-গৃহস্থলীর কাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সন্তান-সন্ততিদের সামাজিকীকরণ, শিক্ষাদান ও পরিপোষণের মাধ্যমে মহিলারা সুশৃঙ্খল ও অনুগত শ্রমিকবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

অনেকের অভিমত অনুযায়ী নারীজাতি একটি সংরক্ষিত শ্রমিক বাহিনী গঠন করে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিল এই বাহিনীকে শ্রমশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। তেমনি আবার মন্দার সময় সহজেই আবার ঘর-গৃহস্থলীর কাজকর্মের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগকর্তা বা সরকারের উপর কোন রকম বাড়তি দায়িত্ব বর্তায় না। বরং অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে মহিলাদের নিম্নতর কাজে ও কম বেতনে নিয়োগ করা যায় ও হয়। এর ফলে পুরুষদের কাজকর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি না করেও কম খরচে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করা যায়। আবার গৃহবধূ হিসাবে মহিলাদের ভূমিকা সন্তান প্রতিপালন ও গৃহকর্ম সম্পাদনের দায়-দায়িত্ব থেকে পুরুষদের মুক্তি দেয়। তারফলে পুরুষেরা সবেতন ও উৎপাদনমূলক কাজকর্মে নিজেদের সময় ও শক্তি-সামর্থ্যকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করতে পারে।

গৃহবধূরাই কর্মক্ষেত্রের জন্য স্বামীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ-সক্ষম রাখে এবং প্রতিদিন কাজের জন্য প্রস্তুত করে পাঠায়। আবার পত্নী ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনের জন্য পরিবারের কর্তা হিসাবে স্বামী কাজেকর্মে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা অনুভব করে। আবার শ্রমের দাসত্বের কারণে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বা নৈরাশ্যের সৃষ্টি হতে পারে বা হয়। পরিবারের মধ্যে পত্নীর সাহচর্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের মানসিক অবসাদের অপনোদন হয়। অথচ গৃহবধূ মায়েদের গতানুগতিক গুরুত্বহীন গৃহকর্মে উদয়াস্ত অনন্যোপায় হয়ে নিযুক্ত থাকতে হয়।

নারীজাতির অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়টিকে আর্থ-সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার-বিবেচনা করা যাবে না। এ বিষয়ে সকল সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী সমমত পোষণ করেন। কিন্তু বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে নারীজাতির সম্পর্কের প্রকৃতি প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ শ্রেণী-সংঘাতকে অতিক্রম করে যায়। তারফলে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সামাজিক শ্রেণী ও লিঙ্গগত ভেদাভেদের মধ্যে কার আনুপাতিক গুরুত্ব অধিক এ বিষয়েই সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিশেষতঃ মার্কসবাদী নারীবাদীদের কাছে বিষয়টি অধিকতর বিতর্কিত প্রতিপন্ন হয়।

গোঁড়া মার্কসবাদীরা লিঙ্গগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে শ্রেণীগত রাজনীতির প্রাধান্যকে স্থান দেন। ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস বিশ্বাস করতেন যে, বুর্জোয়া পরিবার ব্যবস্থাই নারীজাতিকে অধস্তন অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে বুর্জোয়া পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে। সুতরাং বুর্জোয়া পরিবার

হল পুঁজিবাদের উপ-উৎপাদন (by product)। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করলে লিঙ্গগত নিপীড়নের থেকে শ্রেণীগত নিপীড়ন অধিক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। নারীজাতির উপর নিপীড়ন হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ন, পুঁজিবাদের নিপীড়ন, পুরুষজাতির নিপীড়ন নয়। মার্কসবাদীদের মতানুসারে নারীমুক্তির বিষয়টিও সুনিশ্চিত হবে সামাজিক বিপ্লবের একটি উপ-উৎপাদন হিসাবে। এই সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদ অপসারিত হবে এবং পুঁজিবাদের জায়গায় সমাজতন্ত্র কায়েম হবে। সুতরাং নারীমুক্তির স্বার্থে লিঙ্গগত সংগ্রামের ধারণার থেকে শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই মার্কসবাদীদের অভিমত হল নারীমুক্তির স্বার্থে নারীবাদীদের দিক থেকে উচিত হবে বিভেদমূলক নারী-আন্দোলনের পরিবর্তে শ্রমিক আন্দোলনকে মদত দেওয়া।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের সমালোচনা (Criticism of Socialist Feminism)

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদও বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। নারীবাদের সাবেকি সমাজতান্ত্রিক ভাষ্যের বিরুদ্ধে সমালোচকরা বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের সীমাবদ্ধতাসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

এক, সমালোচকদের মতানুসারে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রবাদের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অবসান অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যের অবসানের ব্যাপারে অগ্রগতি হতাশাজনক।

দুই, আধুনিক কালের সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের কাছে লিঙ্গগত রাজনীতির উপর শ্রেণী-রাজনীতির প্রাধান্যের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া সহজে সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, শ্রেণীশোষণের মতই লিঙ্গগত পীড়নও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তিন, আধুনিককালের মার্কসবাদীদের মত সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের অনেকে সমাজব্যবস্থায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু গোঁড়া মার্কসবাদী বক্তব্য অনুযায়ী বস্তুগত বা আর্থনীতিক উপাদানসমূহ হল মুখ্য নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। কিন্তু আধুনিক মার্কসবাদীরা বা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এই বক্তব্যকে স্বীকার বা সমর্থন করেন না। এই কারণে তাঁরা কেবলমাত্র আর্থনীতিক প্রেক্ষিতে নারীজাতির অবস্থা পর্যালোচনার পক্ষপাতী নন। তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত উৎস অনুসন্ধানে অধিকতর আগ্রহী।

চার, গ্রেট ব্রিটেনের সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী জুলিয়েট মিচেল (Juliet Mitchell) নারীমুক্তির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মহিলারা চার ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই ভূমিকাগুলি হল: (ক) মহিলারা শ্রমশক্তির অংশ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সদস্য; (খ) মহিলারা সন্তান প্রজনন করে এবং মানবজাতির অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখে; (গ) মহিলারা সন্তানের সামাজিকীকরণ সম্পাদন করে; এবং (ঘ) মহিলারা লিঙ্গ-লক্ষ্যবস্তু। সমাজবিজ্ঞানী মিচেলের মতানুসারে পুঁজিবাদী শ্রেণীব্যবস্থার অবসান এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীজাতির সম্যক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। নারীমুক্তির জন্য আবশ্যক হল উপরিউক্ত চতুর্বিধ ভূমিকায় মহিলাদের শৃঙ্খলমোচনকে সুনিশ্চিত করা।

পাঁচ, র‍্যাডিক্যাল (radical) নারীবাদের মধ্যে অনেকে মার্কসবাদকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের একটি রকমফের হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষপাতী। এই শ্রেণীর নারীবাদী চিন্তাবিদ্‌দের মতানুসারে, তথাকথিত কমিউনিষ্ট সমাজসমূহে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো অব্যাহতভাবে বর্তমান। পশ্চিমী মার্কসবাদীদের কাছে, লিঙ্গগত সাম্যের বিষয়টি হল মনোযোগ বিক্ষেপকারী অতি মামুলি একটি গুরুত্বহীন বিষয়। এই বিষয়টিকে অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখা যায়। বর্তমানে মার্কসবাদ বহুলাংশে বিশৃঙ্খল অবস্থাপ্রাপ্ত। মার্কসবাদী নারীবাদের অবস্থা অতিমাত্রায় সমালোচিত। তবে আধুনিক নারীবাদী তত্ত্বে মার্কসবাদী বক্তব্যকে অন্যতম উপাদান হিসাবে গুরুত্বসহকারে বিচার-বিবেচনা করা হয়।

ছয়, গোঁড়া অনুগামীদের কাছে মার্কসবাদী যুক্তি হল আর্থনীতিক নিয়তিবাদ। নর-নারীর সম্পর্কের প্রকৃতির মধ্যেই গতিশীল সক্রিয়তা আছে— এ কথা মার্কসবাদীরা স্বীকার করেন না। নারীজাতির মধ্যে অভিন্ন গোষ্ঠী স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে পারে এবং এই সচেতনতা শ্রেণীবিভাজনের ধারণাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে— এ কথাও মার্কসবাদীরা স্বীকার করেন না। তবে আধুনিককালের অনেক চিন্তাবিদের লেখায় মার্কসবাদের অপেক্ষাকৃত এক নমনীয় প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে আবার র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী চিন্তাধারার পটভূমিতে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদ্‌রা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হিসাবে পরিচিত।

উপসংহার // উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসবাদী নারীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বর্তমান। তবে এ বিষয়ে বর্তমানে ব্যাপক ঐকমত্য বর্তমান যে, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে নর-নারীর সম্পর্ক সম্পর্কিত বিষয়াদিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। আবার

কেবলমাত্র আর্থ-সামাজিক দিক থেকে লিঙ্গগত বিষয়াদির সম্যক বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তেমনি আবার এসব কথাও এখন আর স্বীকার বা সমর্থন করা হয় না যে, শ্রেণীর থেকে লিঙ্গগত বিষয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ; বা নারীসমাজ অনির্দিষ্টকাল ধরে ভগিনীত্বের বন্ধনে আবদ্ধ; পুরুষমাত্রেই নারীর শত্রু প্রভৃতি। এই বিশ্বাস অধুনা মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে যে, সমাজের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নর-নারী উভয়েই লাভবান হবে। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকল রকম শোষণ-পীড়নের অবসান ঘটবে।

৮.৮ র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism)

সমাজে মহিলাদের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে উদারনীতিক ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর নারীবাদীদের এই সত্যটি ধরা পড়েনি যে সকল সামাজিক বিভাজনের মধ্যে নরনারীর বিভাজন হল সর্বাধিক মৌলিক। বিংশ শতাব্দীর ষাটের ও সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে প্রকাশ করার ব্যাপারে উদ্যোগ- আয়োজন গ্রহণ করেছে। কেবলমাত্র রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত ও লিঙ্গগত অস্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রবণতা ও প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় বিশিষ্ট নারীবাদী চিন্তাবিদ্ সাইমন ডি বিয়ভয়ার (Simone de Beauvoir)-এর লেখায়। নারীবাদী চিন্তার এই ধারা বিকশিত হয়েছে প্রথম দিকের র‍্যাডিক্যাল (radical) নারীবাদীদের দ্বারা। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ইভা ফিগেস (Eva Figes) ও জারমেইন গ্রীয়ার (Germaine Greer)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাইমন ডি বিয়ভয়ার (Simon de Beauvoir)

বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে নারীবাদী ধারায় ভাটা দেখা দেয়। মহিলাদের রাজনীতিক ও আইনগত অধিকারসমূহ আদায় হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় আগেকার ধ্যান-ধারণাসমূহ পুরাতন ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এই সময় সর্বসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে একটি বিষয়ে আগ্রহের আধিক্য ছিল। এই বিষয়টি হল প্রাক্-যুদ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেক মহিলাই পুরুষের পেশায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ঘরে ফিরে আসেন। ভ্যালেরী ব্রাইসন তাঁর *Feminism* শীর্ষক রচনায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন: ".....although labour shortages meant that more continued to enter paid employment, this was seen as contrary to their own interests, as the dominant cult of domesticity taught that true fulfilment for women lay with the family."

নারীবাদী চিন্তাধারায় সাইমন ডি. বিয়ভয়ার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত করেন। সাইমনের নারীবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Second Sex* শীর্ষক গ্রন্থে। গ্রন্থটি ১৯৪৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই মহিলা সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী নারীত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবলমাত্র গার্হস্থ্য জীবন ও স্ত্রীত্ব বা নারীত্বের মধ্যে নিহিত আছে এমন নয়। ঘরকন্না ও গৃহবধূর জীবন-চৌহদ্দির মধ্যে কৃত্রিমভাবে নারীজাতির জীবনকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তারফলে মহিলাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মানব সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সবের সমর্থনে শ্রীমতী সাইমন ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, সাহিত্যিক ও কাহিনীমূলক বক্তব্য-সম্ভার সমবেত করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, অতীতে জৈবিক কারণে মহিলাদের যৌন অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। বর্তমানে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎপাদনের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন। এবং নারীজাতিকে অবহিত করা আবশ্যক যে, স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা তাদের সামনে উন্মুক্ত আছে। এ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সাইমন সমাজবিজ্ঞানে এযাবৎ অনালোচিত নারী যৌন জীবনের বিভিন্ন গোপন বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। অনেকের কাছেই এই আলোচনা আকস্মিক ও যৎপরোনাস্তি বিহ্বলতাদায়ক এবং প্রেরণামূলকও বটে।

শ্রীমতী সাইমন (১৯০৮-'৮৬)-এর ব্যক্তিগত জীবনধারার উল্লেখও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে গার্হস্থ্য-জীবনের দায়িত্ব ও নারীত্বের নিয়ম-নিষেধকে উপেক্ষা করেছেন। নারীত্বের সাবেকি মহিমাকে তিনি অকাতরে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি একজন পুরুষ মানুষের মতই ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী পুরুষসমাজেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বসবাস করেছেন। সাইমনের জীবনের কেন্দ্রীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অস্তিত্ববাদী (existentialist) দার্শনিক জ্যাঁ পল সাঁত্রে (Jean-Paul Sartro)-র সঙ্গে। তবে যৌন একগামিতার মধ্যে এই সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়। কিন্তু তাঁরা বিবাহ করেন নি বা বিবাহিত জীবনযাপন করেননি।